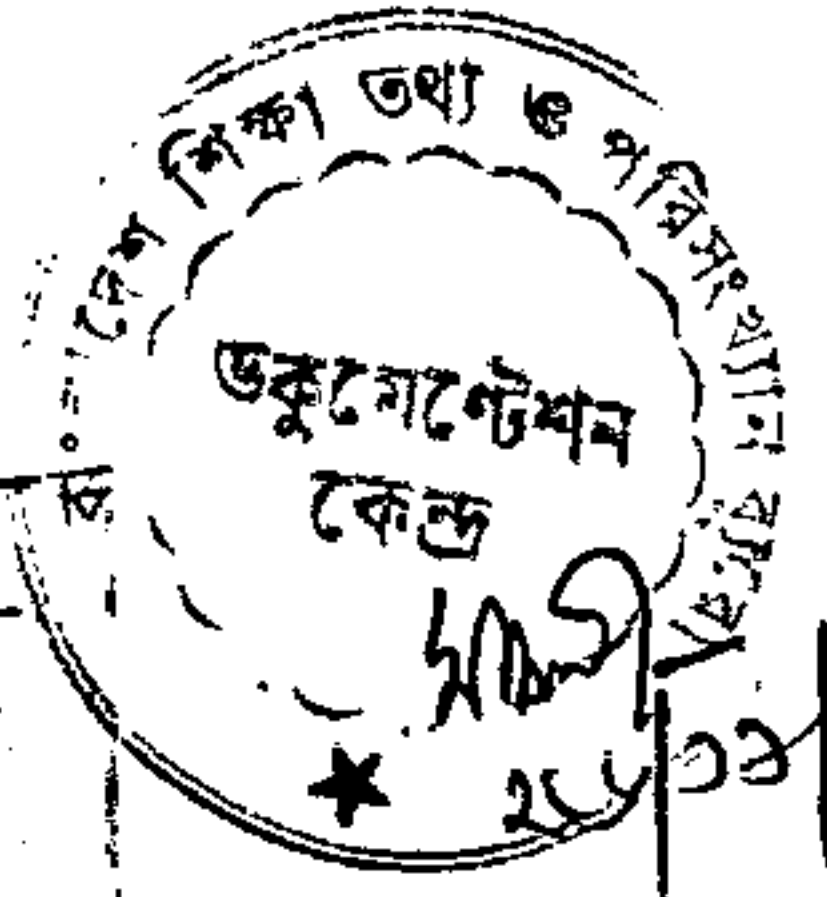




সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ

শিক্ষক হত্যা মামলার আসামীরা
বিএনপি ও ছাত্রদলের, তাই
শ্রেফতার করা হচ্ছে না

ফেনী, ২২শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- বিএনপি ও ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে সোনাগাজী থানার সূতিগঞ্জ খেলার মাঠে বোমা হামলায় নিহত শিক্ষক নূর ইসলামের হত্যা-কারীদের শ্রেফতার ও বিচারের দাবিতে গত ৪ঠা নভেম্বর জুলের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরা শহরে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ, আরকলিপি পেশ ও সাংবাদিক সম্মেলন করে।

গত ২৮শে আগস্ট বিকেলে সোনাগাজী থানার সূতিগঞ্জ হাইস্কুলে মাঠে সোনাগাজী পাইলট হাইস্কুল ও নবাবপুর হাইস্কুলের মধ্যে (আড়াইফুট ফুটবল) খেলা চলাকালে একটি ফাউলকে কেন্দ্র করে সোনাগাজী পাইলট হাইস্কুলের সমর্থকরা খেলার মাঠে বোমা হামলা করে এবং রেকারিকে লক্ষিত করে। সূতিগঞ্জ হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক নূর ইসলাম এ সময়ে রেকারিকে রক্ষা করতে গেলে সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে উপর্যুপরি বোমা হামলা করে। তাকে হাসপাতালে হানাতরের পর তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় সূতিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বাদী হয়ে সোনাগাজী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এ মামলায় ছাত্রদল নেতা আবদুল হাভিজ, বেলায়েত হোসেন বেলাল, সবুজ, চন্দনসহ ৭ জনকে আসামী করা হয়। ছাত্রদলের হত্যাকাণ্ডে উত্তেজনা দেখা দিলে সোনাগাজী এলাকার বিএনপির সাংসদ ও হইপ মাহবুব আলম তারা, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা নূর ইসলাম হত্যা মামলার সূচী তদন্ত ও বিচারের আশাস দিয়ে এলাকার লোকজনকে শান্ত করেন; কিন্তু ঘটনার দু'মাস পরও কোন আসামীকে শ্রেফতার করা ছাড়াই সম্প্রতি পুলিশ চার্জশিট দাখিল

করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করা হয় : মূল আসামীদের বাদ দিয়েই গ্রেপ্তার-তেনভাবে পুলিশ মনগড়া চার্জশিট প্রদান করেছে। তারা আরো অভিযোগ করেন, বিএনপি'র একজন প্রভাবশালী নেতার কারণেই পুলিশ হত্যাকারীদের শ্রেফতার করেছে না এবং মামলাটি অন্যভাবে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, আসামীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও পুলিশ তাদের শ্রেফতার না করে আসামীরা সীমান্তের ওপারে পািয়েছে বলে প্রচার করেছে। নূর ইসলাম হত্যা মামলার আসামীরা 'নিজেদের রক্ষা' করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে (সূতিগঞ্জ শিক্ষক-অভিভাবক) জুল একটি ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দায়ের করে উঠে। তাদের হয়রানির চেষ্টা করেছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করা হয়।

ফেনী প্রেসক্লাবে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন সূতিগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিনোদ বিহারী নাথ। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান ও জুলের শিক্ষকরা। সূচী তদন্তের স্বার্থে মামলাটি সিআইডিতে হানাতরের জন্য জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারের কাছে পেশ করা আরকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ্য, নূর ইসলাম হত্যা মামলায় প্রথমে ৭ জন ও পরে ১৯ জনকে আসামী করা হলেও এ পর্যন্ত কোন আসামীই শ্রেফতার হয়নি।